সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

রোগ পরিচিত:

বাংলাদেশে উৎপাদিত তৈল জাতীয় ফসলের মধ্যে সরিষা প্রধান। আর সরিষার বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগই বেশী ক্ষতি করে। এই রোগ হলে প্রায় ২০-২৫ ভাগ ফলন নষ্ট হয়। এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ। *Alternaria brassicae* ও *Alternaria brassicaecola* নামক ছত্রাকদ্বয় দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত বীজ, বিকল্প পোষক ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। আদ্রতাপূর্ণ আবহাওয়া, বৃষ্টি ও ঠান্ডা আবহাওয়া এ রোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ক্ষতির লক্ষন:

সরিষা গাছের এক মাস বয়স থেকে শুরু করে বয়স্ক গাছে এ রোগ আক্রমণ করতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগের লক্ষণ সরিষা গাছের নীচের বয়স্ক পাতায় শুরু হয়। এ ছত্রাকের আক্রমণে বিভিন্ন আকারের কালচে রঙের দাগ পাতায়, কান্ডে ও ফলে উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে এ সমস্ত ছোট ছোট দাগ একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। দাগগুলি সাদাটে ধূসর সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত থাকে। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে পাতা ঝলসে যায়। এর ফলে সরিষার ফলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ছবি: আক্রান্ত পাতা ও ফল

সমন্বিত বালাই ব্যাবস্থাপনা:

- রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে।
- এ রোগ সহনশীল জাত চাষ করতে হবে।
- আগাম বা ১৫ই নভেম্বর এর মধ্যে সরিষা বুনে ফেলতে হবে।
- জমিতে শস্য পর্যায় অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
- ভিটাভ্যাক্স কিংবা ক্যাপটান দ্বারা ০.২৫% হারে বীজ শোধন করে লাগাতে হবে।
- পাতায় দাগ দেখার সাথে সাথে আইপ্রোডাইওয়ান গ্রুপের রুভরাল ০.২০% বা কিউরেট ৫০ ডব্লিউপি বা আইপোসান ৫০ ডব্লিউপি বা ওকরাল ৫০ ডব্লিউপি ১মিলি/লিটার হারে ১০-১২ দিন পর পর অথবা আইপ্রোডাইওয়ান(১৭.৫%)+কার্বেন্ডাজিম (৮.৫%)গ্রুপের আইপ্রোজিম ১গ্রাম/লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রেয়ার মেশিনের সাহায্যে জমির সমস্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য:
পরিচালক উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd
বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।